ওঁ

রাধা কৃষ্ণের লীলা মৃত

★টুসু সঙ্গীত★

রচয়িতা:

শ্রীজগন্নাথ মাহাত

গ্রাঃ দৌলতপুর

পোঃ আদরা (পুরুলিয়া)

সহযোগীতাঃ

যুবক সংঘ

সুর :

শ্রীবুদ্ধেশ্বর মাহাত

শ্রীঅম্বুজ মাহাত

মূল্য ৪০ পয়সা

মুদ্রণ :

শ্রীপরশুরাম (শ্রীগোপাল প্রেস)

প্রকাশন : শ্রীমাতুলাল (কাগজ ঘর)

রঘুনাথপুর (পুরুলিয়া) প: বঙ্গ

— বন্দনা —

তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী, রতি সতী অরুন্ধতী
পার্ব্বতী সাবিত্রী বেদি মাতা।
তুমি অধঃ ক্ষিতি স্বর্গ, তুমি দাত্রী চতুর্বর্গ,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় বিধাতা ॥
অনাদি পুরুষ প্রিয়া, কে জানে তোমার ক্রিয়া,
মায়াতে মনুষ্য দেহ ধারী।
তুমি বিধাতার ধাতা, সবাকার অন্ন দাতা,
আমি তোমা কি বর্ণিতে পারি ?
বেদ পতি বহু খেদে, না পাইল চারি বেদে,
আগমে না পায় পঞ্চানন।
তুমি মোরে দিলা সর্ব্ব, তেঁই মোর হৈল গর্ব্ব
না চিনিনু তোমার চরণ ॥
করহ এবার কৃপা, তুমি দেবি বুদ্ধি রূপা
সুমতি কুমতি প্রদায়িনী।
তুমি শূন্য জলস্থল, পৃথিবী পর্ব্বতানল,
সর্ব্ব গৃহে জননী রূপিনী
শরণ লইনু পদে, ক্ষমা করে অপরাধে,
অজ্ঞান দুর্ম্মতি কর দূর।
এ বৎসর নূতন গানে, জগন্নাথ অধম ভনে
কৃপা করি পুরাও হে ঠাকুর ॥

(১) রং মরি মরি ওরে প্রাণ সখা
একবার প্রাণেশ্বরী এনে দেখা

১। পারিনা আর দাঁড়াইতে,
শয়ন করি ধরনীতে,
জ্বলে আমার অন্তরেতে বিচ্ছেদ অগ্নি শিখা।
রং

২। রাধা মিলন বারি দানে,
স্নিগ্ধ কর দগ্ধ প্রাণে,
বিনোদিনীর অদর্শনে জীবন যায়না রাখা।
রং

৩। তুমি আমার দুঃখের দুঃখি
তাই তোরে সঙ্গে রাখি
জগন্নাথে দয়া করে এনেছে প্রাণাধিকা। রং

(২) রং হায় রে ভবের যাই বলি হারি
পুরুষ সেজেছে ভাই কিশোরী

১। আজাড়িয়ে নীল শাটিং
ধবটিতে বাঁধে কটি;
বেণী খুলে উভ ঝুটি বাঁধেরে যতন করি।
রং

২। পিনোন্নত পয়ো ধরে,
গোপন করিবার তরে,
বাহুদিল বক্ষোপরে ধরিল ভাই বাছুরী॥
রং

৩। রাই সুবলে একই বর্ণ
অধ অব নাই ভিন্ন
নব বয়ান সমান চিহ্ন পৃথক ভাই বলতে
নারি। রং।

৪। রাধার বেশ করে ধারণ,
রইল সুবল ঘরে এখন,
জগন্নাথ অন্তে যেন হেরে ঐ মাধুরী,,
রং

(৩) রং প্রাণ বঁধু ধৈর্য্য ধর প্রাণে,
এস এস নাথ ধূলায় কেনে ?

১। উঠ উঠ কাল শশী,
আমি তোমার সেবা দাসী,
গৃহ ত্যজে বনে আসি
তোমার ভাই দরশনে

২। আমি যে সুবল বেশে,
এসেছি তব পাশে,
সহজ রূপে এই দিবসে
আসিব ভাই কেমনে।

৩। আমার বেশে সুবলেরে
রেখেছি আমার ঘরে।
এই রূপ কৌশল তোমার তরে
করেছি ভাই যতনে।

৪। জগন্নাথ শুনরে বচন,
করবে রাধাকৃষ্ণ শরণ
হৃদয় মাঝে যুগল মিলন
দেখবি রে ভাই নয়নে।

(৪) রং পরিহাস না করিস মোরে
অঙ্গ জ্বর জ্বর কাম শরে

১। এ সময় রহস্য নয়
আগুন জ্বলিছেরে এ হিয়ায়
আর যাতনা দিসনা আমায়,
বিনয় করি হে তোরে

২। তুই বলিস কি আমি রাধা
দুঃখ হয় কি সমাধা
কথা যদি হয়রে সুধা
কাজ কিরে সুধাকরে ?

৩। বল দেখি ভাই ক্ষুধা পেলে
পেট ভরে কি মুখের বোলে
বারি পান না করিলে
তৃষ্ণা কিহে যায় দুরে।

৪। জগন্নাথ বিষয় ত্যজে,
সাধরে রাধার পদাম্বুজে.
অন্তিমে স্থান পদ ব্রজে
তরবি রে এ সংসারে।

(৫) রং কৃষ্ণ ওহে কি শুধাও মোরে
দশা ঘটেছে তোমার তরে।

১। কৃষ্ণ হে তোমারে ভজে
কলঙ্কিনী হলাম ব্রজে
মুখ দেখাতে নারি লাজে
এ সমাজের ভিতরে।

২। পড়া মুখী কূল মজানী
আমায় বলে সব গোপীনি
কাঁদিয়ে এই দিবা যামিনী
এই বিরলের মন্দিরে

৩। কুল মান সকলি গেল
দেশ জুড়ে কলঙ্ক হলো
জগন্নাথে কর সাধন এই প্রভুর অন্তরে।

(৬) রং রাধে ওগো ধৈর্য্য ধর প্রাণে,
কেন রোদন কর অকারণে।

১। প্রতিজ্ঞা করিয়ে বলি
ঘুচাইব কুল কালি,
ভেবে ভেবে অঙ্গ কালি, কেন কর অকারণে ?

২। ব্রজ বাসী গোপী সবে
তোমারে কুলটা ভাবে.
তাহারা অসতী হবে, পরিষ্কারী সাধনে।

৩। তুমি হবে সাধ্বী সতী,
জগতে হবে সুখ্যাতি,
সকলে পাইবে প্রীতি, তবগুণের আচরণে।

৪। শুন মম সত্য বচন
অসাধ্য করব সাধন
জগন্নাথ কর সাধন শ্রীরাধিকার রমণে,

(৭) রং শান্তনা করিয়ে রাধারে
নিশি শেষে গেলেন মন্দিরে
১। রাই কলঙ্ক ঘুচাইতে
উপায় ভাবিছে চিতে।
কপট রোগের মন্ত্রণাতে
আকুল হইল অন্তরে।
২। চাপিয়া যশোদার কোলে
মরি মা মরি মা বলে
ধরিয়ে রাণীর গলে
ছট পটয়ে শয়ন করে।
৩। ধরিতে পারি না জীবন,
কেন রে বাপ করএ মন,
রাণী বলে নীল রতন
এসেছে তোর রাধারে।
৪। জগন্নাথ হৃদয় খুলে
ডাকরে রাধাকৃষ্ণ বলে
যদি পার জল আনিতে
ভাঙ্গা কলসীর ভিতরে।

(৮) রং ধন্য ধন্য কমলিনী গো রাই
তব তুল্য সতী ভুবনে নাই।
১। অসাধ্য সাধন করিলে
ছিদ্র কুম্ভে জল আনিলে
যারা কলঙ্কিনী বলে
তাদের মুখে দিলে ছাই
২। আমরা যত কুল নারী
জল আনিতে নাই পারি।
শূন্য কুম্ভ কক্ষে করি
ফিরিলাম ভাই গো সবাই
৩। জটিলা কুটিলা তারা
লজ্জাতে প্রাণে মরা
সতী গরবিনী হয়ে
সতীত্ব ধূলায় লুটাই।

৪। কৃষ্ণ ধনে বাঁচাইল,
রাধা নাম উজ্জ্বল হইল,
জগন্নাথে কর দয়া
পায় করো বিনোদিনী রাই

(৯) রং চোখে চোখে কাজতো হবেন
মুখের কথায় চিড়ে ভিজেনা।

১। তুমি কত জান ছলা
বলি হে চিকন কালা,
মজাইলে কচি বালা
ধরমেতে সইবেনা।

২। চার কপালী চন্দ্রাবলী
শুন বলি বন মালী,
তোমার দেখি দুধে বালি
চিটে গুড়ে বাসনা।

৩। কেন কর বাক্য ব্যয়,
বুঝেছি মনের আশায়,
আর বা কত দিবি জ্বালা
সইনা রাধার ললনা

৪। জগু বলে যাও হে চলে
কাল রাতে যথা ছিলে,
প্রভাতে জ্বালাতে এলে
দিতে মনে বেদনা।

(১০) রং প্রভাতে শ্যাম কি মনে করে
দ্বিগুণ জ্বালা দিলে আমারে।

১। গত নিশী কোথাছিলে
প্রভাতে দেখা দিলে,
যাও হে বঁধু যাও হে চলে
রাধাকুঞ্জের বাহিরে।

২। তুমি হে লম্পট বঁধু
বাসি ফুলে নাই কো মধু
ফিরে যাও হে প্রাণ বঁধু
বলিহে বারে বারে।

৩। গোলাপ মল্লিকা ফেলে
এসে বসলে শিমুলে,
নাগরালী খাটবেনা আর
যাও চলে ধীরে ধীরে।

৪। জগন্নাথ মানের দায়
ধর শ্রীমতীর পায়।
তবে যদি হয়বে দয়া
শ্রীরাধিকার অন্তরে।

(১১) রং কার কুঞ্জে কাটাইলা নিশি
ওগো শ্যাম রাই
ঘুমে ঢুলু ঢুল আঁখি হাই।

১। ফুটিত কমল তাজে,
পলাশ ফুলে গেলে মজে
বুদ্ধি শুদ্ধি একে বারে
খেয়েছ দইয়ের ছাবাই।

২। কিশোরী করেছে মান,
রবেনা তোমার মান
আজ অপমানে মুখ দেখাতে
পারবিনা রে হে কানাই!

৩। ছি ছি ওহে রস রাজ
দেহে তব নাই কো লাজ,
এমনি বেহায়া পুরুষ
ভূবনেতে কেহ নাই।

৪। গল্লা মিঠাই দিয়ে ছেড়ে
মজে গেলে চিটে গুড়ে
ছি ছি তোমার কাণ্ড জ্ঞান
মাথাতে হে বুদ্ধি ছাই

৫। নিতান্ত রাখাল বলে
ঘোল খেলেরে দুধ বলে,
রাখালিয়া বুদ্ধি তোমার
কভূ তো গেলরে নাই

৬। চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে ছিলে,
প্রভাতে জালাতে এলে
জগন্নাথ যাও হে চলে
নিয়া বাছুরিয়া গাই।

(১২) রং কংগ্রেসী ভাই
কণ্ট্রোল করো না
কত মরলো রে গরীব জনা,

১। কত ডিলার কত ব্যাপার
অন্ত পাইনা সকলে
শনি রবির সকাল বিকাল
ছুটেরে কত জনা

২। কাড়টি আমি হাতে করে
ধীরে ধীরে যাই লাইন ধরে
অর্দ্ধেক না দিতে পরে
আর তোমরা পাবেনা।

৩। পারমিট কাটাতে গেলে
আসবি বলে বিকালে
দু পাঁচ টাকা দিলে পরে
আগু পিছু ভাবেনা।

৪। চলছে রে দেশ ঘুষের বলে,
তাই বাবুদের দিন চলে
পয়সা দিয়েও আটা চিনি
কণ্ট্রোলে ভাই মিলেনা।

৫। জগন্নাথের এই মিনতী
পার করো দীন তারিণী
সব পাপিদের মুক্তি দিও
এই পাপিদের দিওনা।

(১৩) রং বলমা আমার মন কেমন করে
বিয়ে দাওনা যাই শ্বশুর ঘরে।

১। যারা আমার যুড়ি পাড়ি
তাদের গো দেখে স্বামী
গুমরে গুমরে কাঁদি
কেউ দেখেনা আমারে।

২। (তারা) শ্বশুর বাড়ী যায় গো যখন
মন আমার করে কেমন,
জল বিনে মাছ ডাঙ্গায় ঘুরে
তেমনি আমি যাই ঘুরে

৩। চাইনা মা শিক্ষিত বর,
চাইনা মা ধনী ঘর,
সাঁতরে দিতে পারে যেমন
নব যৌবন সাগরে।

৪। বিয়ের কথা ভাবতে ভাবতে,
ঘুম আসেনা চোখেতে,
ললিতা মাগিছে বর
রাধাকৃষ্ণের অন্তরে।

(১৪) রং বিয়ে আমি দিব কি করে
বুড়া বর মিলে নাই সংসারে

১। বুড়া বরের এমনি দাবি
পণ খুঁজে জমিদারি
বিনা পণে দিবি যদি
ঘাটবি সতীন উপরে।

২। ফুল বরের মা এমনি টেঁড়ি
দাবি করে সাইকেল ঘড়ি
ঘরে নাই মা কানা কড়ি
বিয়ের ভাবনাই যায় মরে

৩। কাড়া বাগালী যারা করে,
সেজে দাও অলংকারে
সোনার বাঁধা আংটি দিও
আর দিও গো মহরও।

৪। ললিতার গো এই যে বাণী
বিয়ে দাও গো জননী
কন্যা দায়ের বড় জালা
সহা যায়না অন্তরে।